বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর রাজস্ব আদায়ের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর: ১৩/২০২৩

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
	প্রথম অংশ	
১	মুখবন্ধ	vii
	অধ্যায়-১	
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৬
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৭
৪	শব্দ সংক্ষেপ	৯
	অধ্যায়-২	
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩-১৪
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-৪৯
	দ্বিতীয় অংশ	
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৫৩-৭৫

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব অডিট করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ২০ (বিশ) টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর প্রধান হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর ইস্যু করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও এই রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ: ২৬/০৭/১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১০/০১/২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ নূরুল ইসলাম)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য: এই রিপোর্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয় এর ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধ্যাদেশ/আইন, বিধিমালা, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য:

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি:

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর অধীন "বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর)" প্রতিষ্ঠানটি ২য় ১২ তলা সরকারি অফিস ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকায় অবস্থিত। কর ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে নভেম্বর, ২০০৩ সালে একজন কর কমিশনারের অধীনে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা এর অধীন চট্টগ্রামে ১টি শাখা অফিস স্থাপন করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম: বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা (চট্টগ্রাম শাখাসহ)

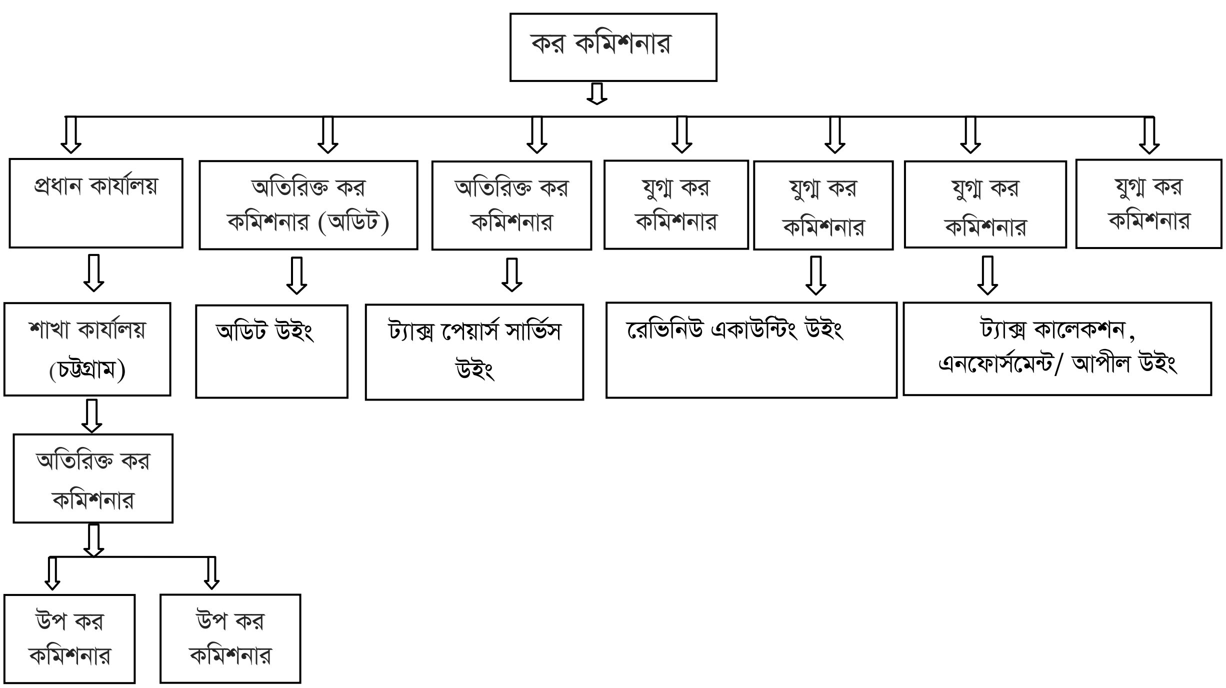

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী:

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর সকল কার্যক্রম ৪টি ফাংশনাল উইং এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। উইং ৪টি হল: (ক) ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস উইং (খ) রেভিনিউ একাউন্টিং উইং (গ) ট্যাক্স কালেকশন, এনফোর্সমেন্ট এন্ড আপীল উইং (ঘ) অডিট উইং।

প্রতিটি উইং এর কার্যাবলী অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালিত হয়। এই ইউনিটে আয়কর সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম ৪টি উইং এর মধ্যে বণ্টনকৃত রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উইংভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করা হয়ে থাকে। এখানে একজন কর্মকর্তা আয়কর অফিসের অসংখ্য দায়িত্বপালনের পরিবর্তে একমুখী সমজাতীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনার আওতায় বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU) এ সৃষ্টি হয়েছে চমৎকার কর্মস্পৃহা ও গতিশীলতা। ফলে করদাতাগণ অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কাঙ্খিত সেবা পেয়ে থাকেন।

- ## প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI):

  - জনসংযোগ, প্রচারণা, কর শিক্ষা প্রদান, সেবা কর ও মূসক দাতাদের সম্মাননা প্রদান - আয়োজিত আয়কর মেলা, গণমাধ্যমে পরিচালিত প্রচার, প্রদত্ত ট্যাক্স কার্ড।
  - অটোমেশন এবং ই-পেমেন্ট পদ্ধতি চালুকরণ - অটোমেটেড কাস্টমস্ ডিক্লারেশন, অনলাইনে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল, অনলাইনে TIN রেজিস্ট্রেশন (ক্রমযোজিত), ই-ফাইলিং এ আয়কর রিটার্ন দাখিল।
  - কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ - কর অব্যাহতি ও ছাড় সুবিধা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার।
  - তর্কিত মামলার নিষ্পত্তি - নিষ্পত্তিকৃত মামলা (আপিল ও ট্রাইব্যুনাল পর্যায়ে)।
  - বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) প্রক্রিয়ায় তর্কিত দাবি আদায়করণ - নিষ্পত্তিকৃত বিরোধ, আদায়কৃত টাকার পরিমাণ।
  - গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।
  - বহিরাঙ্গন জরিপ এবং স্পট এ্যাসেসমেন্ট চালুকরণ - করের আওতায় আনীত নতুন ক্ষুদ্র করদাতা, সম্পাদিত বহিরাঙ্গন জরিপ।
  - উৎসে কর কর্তনের আওতা বৃদ্ধিকরণ - উৎসে করের আওতায় আনীত পণ্য/সেবা।

অডিটের আইনগত ভিত্তি: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি: ২০২০-২০২১ করবর্ষে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা (চট্টগ্রাম শাখাসহ) ১২২৮টি করদাতার (ব্যক্তি শ্রেণি, কোম্পানি ও অন্যান্য) বিপরীতে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৪,১৬৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে নিরীক্ষার জন্য ৯১টি কোম্পানিমূল্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়, যার আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ১৬,৫৫৫ কোটি টাকা। প্রকৃতির ভিত্তিতে ৯৯টি কোম্পানি এবং ০৬টি ব্যক্তি শ্রেণিসহ সর্বমোট (৯১ + ৯৯ + ৬) = ১৯৬টি করদাতা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কর নথি নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য:

- **অডিটের বিষয়বস্তু:** আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর ধারা ও বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে:-

➢ অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন।

➢ অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।

➢ প্রযোজ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কম কর্তন এবং কর্তন না করা।

- **অডিট কৌশল:**

  ➢ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনায়নের মাধ্যমে নিরীক্ষা পরিচালনা।

  ➢ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আয়কর সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনা।

  ➢ সাক্ষাৎকার ও নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রসমূহ উদ&ঘাটন।

- **অডিটের সময়কাল:** ১৩/০২/২০২২ খ্রি. হতে ১৩/০৪/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।

অনিয়মের কারণসমূহ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ৩০, ৫২ ও ৫৩ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ এর ব্যত্যয়।
- অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন করা।
- অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান এর ব্যাখ্যা (পরিপত্র) যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু:

- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (Internal Audit) কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা।
- পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করা।

নিরীক্ষার সুপারিশ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ৩০, ৫২ ও ৫৩ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ সহ অন্যান্য ধারা ও বিধিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক কর নির্ধারণ;
- অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন না করা;
- অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নির্ধারণ করা;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত বিধি বিধান এর ব্যাখ্যা (পরিপত্র, এসআরও) যথাযথভাবে পরিপালন করা।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ এর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা ও চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রমের বিষয়ে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক অডিট করা হয়।

নিরীক্ষাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলতঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ২০টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৭৫৯,৫৮,৭০,৩০৬ (সাতশত উনষাট কোটি আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার তিনশত ছয়) টাকা, যা মোট আয়ের ৩.১৪%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ:

- আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে:
    - ➢ অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদন।
    - ➢ অননুমোদনযোগ্য খরচ মোট আয়ের সাথে যোগ না করা।
    - ➢ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উৎসে কর কম কর্তন এবং কর্তন না করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি রাজস্ব আদায়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটা এবং পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দ সংক্ষেপ

LTU	**:**	**Large Taxpayers Unit**
SFI	**:**	**Serious Financial Irregularity**
KPI	**:**	**Key Performance Indicator**
SRO	**:**	**Statutory Regulatory Orders**
TIN	**:**	**Taxpayer Identification Number**
ADR	**:**	**Alternative Dispute Resolution**
AIR	**:**	**Audit Inspection Report**
OBU	**:**	**Offshore Banking Units**
ARO	**:**	**Asset Retirement Obligations**

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	২,৬৪,২২,০০০
২	আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এর অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৭,৫৬,৭১,৩২৩
৩	আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অনুদান বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৪,১৬,২৮,৭০৫
৪	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৭,৭১,৩৪,২৪৩
৫	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৭৪,৮০,৪৪,২৮২
৬	আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ (Sample) ও প্রমোশনাল (Promotional) বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১৯,৭৪,৬৯৭
৭	আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৯২,৯৭,৮৭০
৮	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	২০৩,৪৮,৭৯,৬৯৪
৯	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১০,০২,০০,০০০
১০	গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৬,৪৩,০২,৯০৪
১১	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৪৭,৮৫,৬২৫

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১২	সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১৫,২৮,২১,১৩২
১৩	ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	২৬,৪৯,০২০
১৪	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৫৪,৩৪,৬০,৭৩৫
১৫	কর্মসংস্থান ব্যাংক এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৭৪,০০,২৯৭
১৬	কর্মসংস্থান ব্যাংক এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	২,৩৩,৪৮,৫৮৩
১৭	লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ (Promotional Expense) আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	১,৬৫,৮৭,৬১৮
১৮	লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর এক্সচেঞ্জ লস বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৪৪,২৮,৭৫০
১৯	রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৩৬৫,২০,৫৬,৪৫০
২০	একে খান পেন ফেব্রিক কোং লিঃ এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত রয়্যালটি (Royalty) এবং অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৮৭,৭৬,৩৭৮
	মোট=	**৭৫৯,৫৮,৭০,৩০৬**

কথায়: সাতশত উনষাট কোটি আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার তিনশত ছয় টাকা।

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নম্বর-০১

শিরোনাম : মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৬৪,২২,০০০ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ২,৬৪,২২,০০০ (দুই কোটি চৌষট্টি লক্ষ বাইশ হাজার) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-৩৯(এ) এ "Provision for Unclassified Loans and Advances" বাবদ ৪,১০,৫০,০০০ টাকা এবং "Provision for Diminution in value of Investments" অর্থাৎ বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসের প্রভিশন বাবদ ২,৫০,০৫,০০০ টাকা সহ সর্বমোট (৪,১০,৫০,০০০ + ২,৫০,০৫,০০০) = ৬,৬০,৫৫,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য। অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ২,৬৪,২২,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০১]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অর্থ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

শিরোনাম : আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এর অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭,৫৬,৭১,৩২৩ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এর অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৭,৫৬,৭১,৩২৩ (সাত কোটি ছাপান্ন লক্ষ একাত্তর হাজার তিনশত তেইশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে। নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত স্টেটমেন্ট অব এডমিসিবল ম্যানেজমেন্ট এক্সপেনসেস এবং অডিট রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-২২ এ Agents prizes & awards বাবদ ১৮,৯১,৭৮,৩০৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী প্রাইজ বা এ্যাওয়ার্ড বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উক্ত খরচ আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।
অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৭,৫৬,৭১,৩২৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০২]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রাইজ বা এ্যাওয়ার্ড বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩

শিরোনাম : আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অনুদান বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪,১৬,২৮,৭০৫ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অনুদান বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৪,১৬,২৮,৭০৫ (চার কোটি ষোল লক্ষ আটাশ হাজার সাতশত পাঁচ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৫.৩ এ "Provision for diminution in value of investment in share" অর্থাৎ শেয়ারে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসের প্রভিশন বাবদ ২,১৮,৩৯,২৮২ টাকা এবং নোট-৩৫ এ "Provision against off balance sheet" বাবদ ৮,৮৭,০০,০০০ টাকা সর্বমোট (২,১৮,৩৯,২৮২ + ৮,৮৭,০০,০০০) = ১১,০৫,৩৯,২৮২ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৪ এ Donation বাবদ ৪,৭০,৫৯৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী অনুদান বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। এছাড়া নিরীক্ষায় অনুদান বাবদ খরচ অনুমোদন এর কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য। সুতরাং প্রভিশনকৃত এবং অনুদান বাবদ উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৪,১৬,২৮,৭০৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০৩]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অর্থসহ অনুদান বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ

মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা- সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৪

শিরোনাম : এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭,৭১,৩৪,২৪৩ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৭,৭১,৩৪,২৪৩ (সাত কোটি একাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত তেতাল্লিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব কর্পোরেট ট্যাক্স এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ এ Bonus and Ex gratia বাবদ ৯৩,৩৮,৩৬,৫২৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়। বাৎসরিক বেসিক স্যালারি বাবদ খরচ করা হয় ১৪১,৩৭,৬২,৮৯০ টাকা। উহার ভিত্তিতে মাসিক বেতন হয় (১৪১,৩৭,৬২,৮৯০ ÷ ১২) = ১১,৭৮,১৩,৫৭৪ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে ২ (দুই) টি উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ হয় (১১,৭৮,১৩,৫৭৪ × ২) = ২৩,৫৬,২৭,১৪৮ টাকা। অবশিষ্ট (৯৩,৩৮,৩৬,৫২৩ - ২৩,৫৬,২৭,১৪৮) = ৬৯,৮২,০৯,৩৭৫ টাকা Incentive Bonus বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফা ৪৯২,৫১,৮০,৬১৪ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফা (৪৯২,৫১,৮০,৬১৪ টাকা) এর ১০% হারে ৪৯,২৫,১৮,০৬১ টাকা Incentive Bonus হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৬৯,৮২,০৯,৩৭৫ - ৪৯,২৫,১৮,০৬১) = ২০,৫৬,৯১,৩১৪ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৭,৭১,৩৪,২৪৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০৪]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (জে) মোতাবেক অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং-

৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫

শিরোনাম : এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭৪,৮০,৪৪,২৮২ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৭৪,৮০,৪৪,২৮২ (চুয়াত্তর কোটি আশি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশত বিরাশি) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব কর্পোরেট ট্যাক্স এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৯.৩.১ এ "Provision for other Assets" বাবদ ১৯,১০,৩০,০৫০ টাকা, নোট-১৩.৫ এ "Provision for diminution in value of investment in share" অর্থাৎ শেয়ারে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসের প্রভিশন বাবদ ৩৪,৩০,০০,৭৩১ টাকা, নোট-১৩.৮ এ "Provision for good borrower" বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা, নোট-১৩.৯ এ "Provision for climate risk fund" বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা, নোট-৩৮ এ "Provision for investment" বাবদ ১৪৭,৬৫,৫৩,৭৪১ টাকা, নোট-৩৯ এ "Provision for Offshore Banking Units (OBU)" বাবদ (১,৫৫,৮১,৪৭০) টাকা এবং নোট-৪০ এ "Provision for off balance sheet exposures" বাবদ (২২,১৮,৩০১) টাকা সর্বমোট যোগ ও বিয়োজন করে (১৯,১০,৩০,০৫০ + ৩৪,৩০,০০,৭৩১ + ১০,০০,০০০ + ১০,০০,০০০ + ১৪৭,৬৫,৫৩,৭৪১ - ১,৫৫,৮১,৪৭০ - ২২,১৮,৩০১) = ১৯৯,৪৭,৮৪,৭৫১ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৭৪,৮০,৪৪,২৮২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০৫]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-

৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬

শিরোনাম : **আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ (Sample) ও প্রমোশনাল (Promotional) বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৯,৭৪,৬৯৭ টাকা।**

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ (Sample) ও প্রমোশনাল (Promotional) বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ১৯,৭৪,৬৯৭ (উনিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার ছয়শত সাতানব্বই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ (Sample) ও প্রমোশনাল (Promotional) বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-২৯ এ Sample expenses বা বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ বাবদ ৯৯,৩৬,৫১২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে টার্নওভার ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এফ)(iv) ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫সি অনুযায়ী ফার্মাসিউটিকেল, খাদ্য, কসমেটিক্স ও প্রসাধনী ইন্ডাস্ট্রিজ ব্যতীত অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার হলে সেক্ষেত্রে ০.১০% হারে ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকার (৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ × ০.১০%) = ৬৪,০৮,০০৫ টাকা Sample expenses বা বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৯৯,৩৬,৫১২ - ৬৪,০৮,০০৫) = ৩৫,২৮,৫০৭ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অডিট রিপোর্টের নোট-২৯ এ Business Promotion বাবদ ৩,৬৪,১০,৩০৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে টার্নওভার ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) অনুযায়ী ব্যবসায়ের টার্নওভারের শতকরা ০.৫০% হারে Promotional expense খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ের টার্নওভারের ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকার ০.৫০% হারে (৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ × ০.৫০%) = ৩,২০,৪০,০২৪ টাকা Business Promotion বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৩,৬৪,১০,৩০৫ - ৩,২০,৪০,০২৪) = ৪৩,৭০,২৮১ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ১৯,৭৪,৬৯৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০৬]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এফ)(iv), ধারা ৩০(পি) ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫সি এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এফ)(iv) ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫সি অনুযায়ী বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (পি) মোতাবেক

প্রমোশনাল বাবদ অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।
সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

শিরোনাম : আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৯২,৯৭,৮৭০ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৯২,৯৭,৮৭০ (বিরানব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত সত্তর) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-২৬ (রেফার নোট-১০) এ "Provision for Slow Moving & Obsolete Inventories" বাবদ ৩,৭১,৯১,৪৮০ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৯২,৯৭,৮৭০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০৭]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮

শিরোনাম : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২০৩,৪৮,৭৯,৬৯৪ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ২০৩,৪৮,৭৯,৬৯৪ (দুইশত তিন কোটি আটচল্লিশ লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত চুরানব্বই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন শীট অব ইনকাম/লস এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড কনসোলিডেটেড এন্ড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-৩৮ এ "Provision for loans & advances" বাবদ ৪৫৭,৮৩,৭৩,৯৭৩ টাকা, নোট-৩৯.১ এ "Other Provision" বাবদ ১৬৬,৩১,২২,৭৯২ টাকা এবং নোট-৩৯ এ "Provision for diminution in value of investments" অর্থাৎ শেয়ারে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাসের প্রভিশন বাবদ (১১৫,৪২,৯৭,৫৩১) টাকা সর্বমোট যোগ ও বিয়োজন করে (৪৫৭,৮৩,৭৩,৯৭৩ + ১৬৬,৩১,২২,৭৯২ - ১১৫,৪২,৯৭,৫৩১) = ৫০৮,৭১,৯৯,২৩৪ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ২০৩,৪৮,৭৯,৬৯৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০৮]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-

সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৯

শিরোনাম : বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১০,০২,০০,০০০ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ১০,০২,০০,০০০ (দশ কোটি দুই লক্ষ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব ট্যাক্স এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড কনসোলিডেটেড এন্ড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-৩১ এ "Provision for loans & advances" বাবদ ৩,৪০,০০,০০০ টাকা এবং "Other Provision" বাবদ ২১,৬৫,০০,০০০ টাকা সহ সর্বমোট (৩,৪০,০০,০০০ + ২১,৬৫,০০,০০০) = ২৫,০৫,০০,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ১০,০২,০০,০০০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ০৯]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১০

শিরোনাম : গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৬,৪৩,০২,৯০৪ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৬,৪৩,০২,৯০৪ (ছয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ দুই হাজার নয়শত চার) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব ট্যাক্সেবল ইনকাম এন্ড ইনকাম ট্যাক্স লায়াবিলিটি, এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২১.১ এ Asset Retirement Obligations (ARO) খাতে চলতিবর্ষে ৮১,১৬,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয় কিন্তু এর বিপরীতে উক্ত খাতে কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০ এ Sales, Marketing & Commissions খাতে Commissions বাবদ ১১৭৭,৫৬,৬২,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স বোনাস বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য যে কোন পরিশোধ প্রদানকালে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থের উপর ১০% হারে ১১৭৭,৫৬,৬২,০০০ টাকার উপর উৎসে কর কর্তনযোগ্য ১১৭,৭৫,৬৬,২০০ টাকা। কর নথির সমর্থনে ৩৪টি চালানে কর্তন ও জমা হয়েছে ১১৬,২৩,০২,০৭৪ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (১১৭,৭৫,৬৬,২০০ - ১১৬,২৩,০২,০৭৪) = ১,৫২,৬৪,১২৬ টাকা, যা আনুপাতিক হারে হয় (১,৫২,৬৪,১২৬ × ১০০ ÷ ১০) = ১৫,২৬,৪১,২৬০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য। সুতরাং প্রভিশনকৃত খরচসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

উল্লিখিত অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৬,৪৩,০২,৯০৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১০]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ) এবং ধারা ৫৩ই (১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) মোতাবেক দাবীকৃত খরচের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় উক্ত খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১১

শিরোনাম : বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪৭,৮৫,৬২৫ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৪৭,৮৫,৬২৫ (সাতচল্লিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার ছয়শত পঁচিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এলং উইথ অডিটেড কনসোলিডেটেড এন্ড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-২৯.১ এ Staff Bonus (Incentive) বাবদ ১,৪৭,২৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত অডিট রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট লস/ক্ষতি (৫১,৪৩,৬৫,৮৩০) টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার ১০% হারে ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে ব্যবসা বা পেশায় লস/ক্ষতি হওয়ায় ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ ১,৪৭,২৫,০০০ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৪৭,৮৫,৬২৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১১]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) মোতাবেক অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-

৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং-৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং-০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১২

শিরোনাম : সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১৫,২৮,২১,১৩২ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ১৫,২৮,২১,১৩২ (পনের কোটি আটাশ লক্ষ একুশ হাজার একশত বত্রিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত স্টেটমেন্ট অব প্রফিট এন্ড ট্যাক্স ক্যালকুলেশন, এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ্যানুয়াল রিপোর্টের Other Expenses খাতে Provision for Doubtful Debt বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশন বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের Expenses of Management খাতে Fees, Subscription and Donation বাবদ ১১,৫৬,২৭৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী অনুদান বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের Expenses of Management খাতে Commission to Insurance Agents বাবদ ২১,৩৮,০৬,৩৭৭ টাকা এবং Allowances and Commission বাবদ ১৮,৬৫,৬০,৩৬৬ টাকা সর্বমোট (২১,৩৮,০৬,৩৭৭ + ১৮,৬৫,৬০,৩৬৬) = ৪০,০৩,৬৬,৭৪৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(জি) অনুযায়ী বীমার পলিসি চালু রাখা, নবায়ন বা পুনঃজীবিতকরণসহ বীমা ব্যবসার প্রকিউরিং অথবা সলিসিটিং এর জন্য নিবাসী কোন ব্যক্তিকে কমিশনের মাধ্যমে অথবা কোনভাবে পারিতোষিক অথবা পুরস্কার হিসাবে কোন অর্থ পরিশোধ কালে উক্ত পরিশোধকৃত ৪০,০৩,৬৬,৭৪৩ টাকার উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ২,০০,১৮,৩৩৭ টাকা। আলোচ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য। সুতরাং প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।
অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ১৫,২৮,২১,১৩২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১২]।

অনিয়মের কারণ :
আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ) এবং ধারা ৫৩(জি) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :
জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অর্থসহ অনুদান বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ এবং ধারা ৫৩(জি) মোতাবেক দাবীকৃত খরচের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায়

উক্ত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩

শিরোনাম : ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২৬,৪৯,০২০ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ২৬,৪৯,০২০ (ছাব্বিশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার কুড়ি টাকা) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫ এ Incentive Bonus বাবদ ১,৪২,৫৩,৭৩৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত মুনাফা ৭,৬৩,১১,৮৯১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার ১০% হারে ৭৬,৩১,১৮৯ টাকা Incentive bonus হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (১,৪২,৫৩,৭৩৮ - ৭৬,৩১,১৮৯) = ৬৬,২২,৫৪৯ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ২৬,৪৯,০২০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১৪]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) মোতাবেক অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব

পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪

শিরোনাম : **ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫৪,৩৪,৬০,৭৩৫ টাকা।**

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৫৪,৩৪,৬০,৭৩৫ (চুয়ান্ন কোটি চৌত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার সাতশত পঁয়ত্রিশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি, এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৩.২ এ "Provision for investment including off balance sheet items" সর্বমোট ১৮৮,৭৫,৮০,৮৫৭ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে উক্ত প্রভিশনের মধ্যে নোট ১৩.৩.৩ এর "Provision for off balance sheet exposure" বাবদ ৭,৩৭,৭২,১৭০ টাকা এবং নোট ১৩.৩.২ এর General Provision বাবদ ৪৫,০৩,৬৭,২২৯ টাকা আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রভিশন (১৮৮,৭৫,৮০,৮৫৭ - ৭,৩৭,৭২,১৭০ - ৪৫,০৩,৬৭,২২৯) = ১৩৬,৩৪,৪১,৪৫৮ টাকা, যা নোট ১৩.৩.১ এ Specific Provision বাবদ আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৮ এ Business Developement বাবদ ৮,৫৭,৮৭,১৬৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(২) অনুযায়ী কোন কোম্পানী উক্ত কোম্পানীর পণ্য বিতরণ বা বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে উক্ত কোম্পানী বা এর পণ্যের উন্নয়নের জন্য কোন অর্থ পরিশোধ করে থাকে সেক্ষেত্রে ঐ কোম্পানী ঐরূপ কোন পরিশোধের উপর ১.৫% উৎসে কর কর্তনযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে কোম্পানী বা ব্যবসা উন্নয়নের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য। সুতরাং প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৫৪,৩৪,৬০,৭৩৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১৪]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ) এবং ধারা ৫৩ই(২) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ এবং ধারা ৫৩ই(২) মোতাবেক দাবীকৃত খরচের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় উক্ত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল।

নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৫

শিরোনাম : কর্মসংস্থান ব্যাংক এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৭৪,০০,২৯৭ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৭৪,০০,২৯৭ (চুয়াত্তর লক্ষ দুইশত সাতানব্বই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্ন এবং দাখিলকৃত অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-২৩ এ Incentive Bonus বাবদ ৪,৯৪,৯৪,৬৪২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত মুনাফা ৩০,৯৯,৩৮,৯৯৮ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার ১০% হারে ৩,০৯,৯৩,৮৯৯ টাকা Incentive Bonus হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৪,৯৪,৯৪,৬৪২ - ৩,০৯,৯৩,৮৯৯) = ১,৮৫,০০,৭৪৩ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৭৪,০০,২৯৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১৫]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) মোতাবেক অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬

শিরোনাম : কর্মসংস্থান ব্যাংক এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৩৩,৪৮,৫৮৩ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে কর্মসংস্থান ব্যাংক এর প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ২,৩৩,৪৮,৫৮৩ (দুই কোটি তেত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত তিরাশি) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্ন এবং দাখিলকৃত অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-৩৩ এ "Provision for Loans and Advances" বাবদ ৫,৮৩,৭১,৪৫৮ টাকা প্রভিশন করা হয় । উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ২,৩৩,৪৮,৫৮৩ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১৬]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৭

শিরোনাম : লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ (Promotional Expense) আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ১,৬৫,৮৭,৬১৮ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ (Promotional Expense) আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ১,৬৫,৮৭,৬১৮ (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতাশি হাজার ছয়শত আঠারো) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ক্যালকুলেশন অব ট্যাক্স লায়াবিলিটি, অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯, সংযুক্ত এনেক্সার (Annexure) এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ (Promotional Expense) প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-২৩ এ Advertisement & Promotion বাবদ সর্বমোট ১২,৬৩,১৭,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত Annexure"j" তে ট্যাক্স ডিডাকশন এ্যাট সোর্স Advertisement খাতে উৎসে কর কর্তন ১৪,৭২৬ টাকা। Advertisement খাতে ৪% হারে উৎসে কর কর্তনের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নীট খরচ হয় (১৪,৭২৬ × ১০০ ÷ ৪) = ৩,৬৮,১৫০ টাকা। Advertisement খাতে ৩,৬৮,১৫০ টাকা নীট খরচের সাথে ১৫% ভ্যাট যোগ করলে Advertisement বাবদ খরচ হয় {(৩,৬৮,১৫০ + (৩,৬৮,১৫০ × ১৫%)} = ৪,২৩,৩৭৩ টাকা। Advertisement & Promotion বাবদ সর্বমোট ১২,৬৩,১৭,০০০ খরচ এর মধ্যে Advertisement বাবদ খরচ ৪,২৩,৩৭৩ টাকা বিয়োজন করে (১২,৬৩,১৭,০০০ - ৪,২৩,৩৭৩) = ১২,৫৮,৯৩,৬২৮ টাকা Promotion বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। দাখিলকৃত অডিট রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ব্যবসায়ের টার্নওভার ১১৯০,৮৬,৩১,০০০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত ব্যবসায়ের টার্নওভার (১১৯০,৮৬,৩১,০০০ টাকা) এর ০.৫০% হারে ৫,৯৫,৪৩,১৫৫ টাকা Promotional Expense হিসেবে অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ / Promotional Expense (১২,৫৮,৯৩,৬২৮ - ৫,৯৫,৪৩,১৫৫) = ৬,৬৩,৫০,৪৭৩ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ১,৬৫,৮৭,৬১৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১৭]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) মোতাবেক অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৮

শিরোনাম : লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর এক্সচেঞ্জ লস বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৪৪,২৮,৭৫০ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর এক্সচেঞ্জ লস বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৪৪,২৮,৭৫০ (চুয়াল্লিশ লক্ষ আটাশ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ক্যালকুলেশন অব ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এক্সচেঞ্জ লস বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-২৫ এ Exchange loss (এক্সচেঞ্জ লস) বাবদ ১,৭৭,১৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৪৪,২৮,৭৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১৮]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক এক্সচেঞ্জ লস বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৯

শিরোনাম : **রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৬৫,২০,৫৬,৪৫০ টাকা।**

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর প্রভিশনকৃত অর্থসহ অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় আয়কর বাবদ সরকারের ৩৬৫,২০,৫৬,৪৫০ (তিনশত পঁয়ষট্টি কোটি বিশ লক্ষ ছাপান্ন হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি, রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ ও চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৭ এ Asset Retirement Obligations (ARO) খাতে চলতিবর্ষে ৪,৪৩,৪২,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয় কিন্তু এর বিপরীতে উক্ত খাতে ৩,৪৫,২২,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। অতিরিক্ত (৪,৪৩,৪২,০০০ - ৩,৪৫,২২,০০০) = ৯৮,২০,০০০ টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩১ এ Selling and distribution expenses খাতে "Dealers Commissions" বাবদ ৭৮৯,৫৩,২৬,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ ই(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স বোনাস বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা বা অনুরুপ প্রকৃতির অন্য যে কোন পরিশোধ কালে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ৭৮,৯৫,৩২,৬০০ টাকা। আলোচ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ "Security guard" বাবদ ২১,০৫,৩৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী সিকিউরিটি ও ক্লিনিং সেবার ভিত্তিমূল্যের উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

উল্লিখিত অননুমোদনযোগ্য খরচসমূহ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৩৬৫,২০,৫৬,৪৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ১৯]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২(এএ) ও ধারা ৫৩ই(১) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ মোতাবেক প্রভিশনকৃত অননুমোদনযোগ্য খরচ এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) ও ধারা ৫৩ই(১) মোতাবেক দাবীকৃত খরচের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় উক্ত খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), ঢাকা কর্তৃক আয়কর রেকর্ড যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর-২০

শিরোনাম : একে খান পেন ফেব্রিক কোং লিঃ এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত রয়্যালটি (Royalty) এবং অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৮৭,৭৬,৩৭৮ টাকা।

বিবরণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতাধীন অতিরিক্ত কর কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০২০-২০২১ করবর্ষে একে খান পেন ফেব্রিক কোং লিঃ এর অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত রয়্যালটি (Royalty) এবং অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ না করে মোট আয় নিরূপণ করায় সরকারের ৮৭,৭৬,৩৭৮ (সাতাশি লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার তিনশত আটাত্তর) টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি, ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের ও চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত রয়্যালটি (Royalty) এবং অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে।

অডিট রিপোর্টের নোট-৮ এ Annual Royalty বাবদ ৪২,০২,২৬৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়। দাখিলকৃত অডিট রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নেট লস (৬,৪৬,২২,৮২০) টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এইচ) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নেট মুনাফার ৮% হারে রয়্যালটি (Royalty) হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। করদাতা প্রতিষ্ঠান এর হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত মুনাফার পরিবর্তে লস হওয়ায় Royalty বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং Annual Royalty বাবদ ৪২,০২,২৬৩ টাকা অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত খরচ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অডিট রিপোর্টের নোট-৬ এ Carriage Inward ও নোট-৮ এ Carriage outward বাবদ সর্বমোট (২২,৯৮,০২২ + ৩২,৪৩,৪২৭) = ৫৫,৪১,৪৪৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী পরিবহন সেবার ভিত্তিমূল্যের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অডিট রিপোর্টের নোট-৬ এ Repair & Maintenance বাবদ ১,৫১,৪৭,৩৭৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ অনুযায়ী চুক্তি, দ্রব্যাদি সরবরাহ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা রূপান্তর এবং প্রিন্টিং, প্যাকেজিং বা বাইন্ডিং কাজের ক্ষেত্রে উক্ত খরচের ভিত্তি অংকের পরিমাণ অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অডিট রিপোর্টের নোট-৮ এ Sales Commission বাবদ ৩,৩৬,১৮,১০৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স বোনাস বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য যে কোন অর্থ পরিশোধ কালে উক্ত অর্থের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।

অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত রয়্যালটি এবং অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করায় সরকারের ৮৭,৭৬,৩৭৮ টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে [বিস্তারিত বিবরণ: পরিশিষ্ট ২০]।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০ (এএ), ধারা ৩০(এইচ), ধারা ৫২, ধারা ৫২(এএ), ধারা ৫৩ই(১) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), চট্টগ্রাম কর্তৃক জবাবে অবহিত করা হয় যে, নথি পর্যালোচনায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এইচ) অনুযায়ী অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত রয়্যালটি খরচ এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২, ধারা ৫২(এএ), ধারা ৫৩ই(১) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ অনুযায়ী দাবীকৃত খরচের উপর উৎসে আয়কর কর্তন না করায় উক্ত অননুমোদনযোগ্য খরচ আয়ের সাথে যোগ করার বিষয়টিসহ সকল বিষয় স্থানীয়ভাবে তত্ত্বাবধানে রাখা উচিৎ ছিল। নিরীক্ষিত বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর), চট্টগ্রাম কর্তৃক নথি পর্যালোচনায় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে উল্লেখ করা হলেও অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানানো হয়নি।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে বিগত ১২/০৬/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৫ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট (AIR) জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৭/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৫৯ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র এবং ০৩/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখের আধা-সরকারি পত্র নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৪.০১.০০১.২২.৬০ এর মাধ্যমে সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪/০৯/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ০৮.০০.০০০০.০৪২.০১.০০৬.১৭.৮০ এর মাধ্যমে ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত ব্রডশীট জবাবে নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি বিধায় অত্র কার্যালয়ের ১৬/১১/২০২২ খ্রি. তারিখের স্মারক নং- ৮২.০৭.০০০০.০৭৭.১৬.০০২.২২.২৮১ এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রেরণের জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

তারিখ: ০৪/০৮/১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৯/১১/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ বদিউজ্জামান
মহাপরিচালক
রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-০১

প্রতিষ্ঠানের নাম: মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড
টিআইএন: ৬৯৮৭৮৫৯৭৭৭৩০
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৭৮,৬৩,৭৯,০৮৮ টাকা (২) লভ্যাংশ হতে আয় = ১,৪০,২৩,৪৪৯ টাকা (৩) শেয়ার বিক্রয় হতে মূলধনী আয় = ৯১,১২৭ টাকা	৮০,০৪,৯৩,৬৬৪/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-৩৯(এ) এ "Provision for Unclassified Loans and Advances" বাবদ ৪,১০,৫০,০০০ টাকা এবং "Provision for Diminution in value of Investments" বাবদ ২,৫০,০৫,০০০ টাকা সর্বমোট (৪,১০,৫০,০০০ + ২,৫০,০৫,০০০) = ৬,৬০,৫৫,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৬,৬০,৫৫,০০০/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	৮৬,৬৫,৪৮,৬৬৪/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৪০%) = (৬,৬০,৫৫,০০০ × ৪০%) =	২,৬৪,২২,০০০/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৩১,৭৩,৬৫,৪৩৮/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	৩৪,৩৭,৮৭,৪৩৮/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	২,৬৪,২২,০০০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০২

পরিশিষ্ট-০২

প্রতিষ্ঠানের নাম: আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী
টিআইএন: ৫৭২২২৪১২৯৩৪৪
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১২/১১/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬৩২,৭১,৯৯,৮৪৬ টাকা	৬৩২,৭১,৯৯,৮৪৬/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত স্টেটমেন্ট অব এডমিসিবল ম্যানেজমেন্ট এক্সপেনসেস এবং অডিট রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-২২ এ Agents prizes & awards বাবদ ১৮,৯১,৭৮,৩০৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী প্রাইজ বা এ্যাওয়ার্ড বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উক্ত খরচ আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১৮,৯১,৭৮,৩০৮/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	৬৫১,৬৩,৭৮,১৫৪/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৪০%) = (১৮,৯১,৭৮,৩০৮ × ৪০%) =	৭,৫৬,৭১,৩২৩/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৫৩,০৮,৭৯,৯৩৮/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	২৬০,৬৫,৫১,২৬১/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	৭,৫৬,৭১,৩২৩/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩

পরিশিষ্ট-০৩

প্রতিষ্ঠানের নাম: আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
টিআইএন: ১৯৩৫৪৮৯৪২৪০০
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় =৭২৫,২০,০১,৫৭৫ টাকা (২) লভ্যাংশ হতে আয় = ৮৩,৪০,৫৭৪ টাকা (৩) মূলধনী লাভ আয় = ১,৬৩,৩৭,০২১ টাকা	৭২৭,৬৬,৭৯,১৭০/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৫.৩ এ "Provision for diminution in value of investment in share" বাবদ ২,১৮,৩৯,২৮২ টাকা এবং নোট-৩৫ এ "Provision against off balance sheet" বাবদ ৮,৮৭,০০,০০০ টাকা সর্বমোট (২,১৮,৩৯,২৮২ + ৮,৮৭,০০,০০০) = ১১,০৫,৩৯,২৮২ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১১,০৫,৩৯,২৮২/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৪ এ Donation বাবদ ৪,৭০,৫৯৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী অনুদান বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। এছাড়া নিরীক্ষায় অনুদান বাবদ খরচ অনুমোদন এর কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে মোট আয়ের সাথে যোগযোগ্য ।	৪,৭০,৫৯৯/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ + গ) =	৭,৩৮,৭৬,৮৯,০৫১/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর {(খ+গ)×৩৭.৫%}= (১১,১০,০৯,৮৮১ × ৩৭.৫%) =	৪,১৬,২৮,৭০৫/-
(চ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৭২,২৮,০২,৪০৮/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ + চ) =	২৭৬,৪৪,৩১,১১৩/-
(জ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ - চ) =	৪,১৬,২৮,৭০৫/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
টিআইএন: ১৭৩০৬০১০১৮৮১
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৩/০৭/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৬৫,৬৬,১১,৬৮৬ টাকা (২) লভ্যাংশ হতে আয় = ৭,২২,৩৫,৪৯০ টাকা (৩) নমিন্যাল ভ্যালু অব বোনাস শেয়ার হতে আয় = ১৫,৮২,৭৯,৪৯৫ টাকা	৫৮৮,৭১,২৬,৬৭১/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব কর্পোরেট ট্যাক্স এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ বোনাস (Incentive Bonus) বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৮ এ Bonus and Ex gratia বাবদ ৯৩,৩৮,৩৬,৫২৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়। বাৎসরিক বেসিক স্যালারি বাবদ খরচ করা হয় ১৪১,৩৭,৬২,৮৯০ টাকা। উহার ভিত্তিতে মাসিক বেতন হয় (১৪১,৩৭,৬২,৮৯০ ÷ ১২) = ১১,৭৮,১৩,৫৭৪ টাকা। মাসিক বেতনের ভিত্তিতে ২ (দুইটি) উৎসব বোনাস বাবদ প্রকৃত খরচ হয় (১১,৭৮,১৩,৫৭৪ × ২) = ২৩,৫৬,২৭,১৪৮ টাকা। অবশিষ্ট (৯৩,৩৮,৩৬,৫২৩ - ২৩,৫৬,২৭,১৪৮) = ৬৯,৮২,০৯,৩৭৫ টাকা Incentive Bonus বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফা ৪৯২,৫১,৮০,৬১৪ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফা (৪৯২,৫১,৮০,৬১৪ টাকা) এর ১০% হারে ৪৯,২৫,১৮,০৬১ টাকা Incentive Bonus হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৬৯,৮২,০৯,৩৭৫ - ৪৯,২৫,১৮,০৬১) = ২০,৫৬,৯১,৩১৪ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	২০,৫৬,৯১,৩১৪/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	৬০৯,২৮,১৭,৯৮৫/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৩৭.৫%) = (২০,৫৬,৯১,৩১৪ × ৩৭.৫%) =	৭,৭১,৩৪,২৪৩/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২১৩,৫৬,৭৬,৪৮০/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	২২১,২৮,১০,৭২৩/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	৭,৭১,৩৪,২৪৩/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

পরিশিষ্ট-০৫

প্রতিষ্ঠানের নাম: এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
টিআইএন: ১৭৩০৬০১০১৮৮১
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৩/০৭/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৫৬৫,৬৬,১১,৬৮৬ টাকা (২) লভ্যাংশ হতে আয় = ৭,২২,৩৫,৪৯০ টাকা (৩) নমিন্যাল ভ্যালু অব বোনাস শেয়ার হতে আয় = ১৫,৮২,৭৯,৪৯৫ টাকা	৫৮৮,৭১,২৬,৬৭১/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব কর্পোরেট ট্যাক্স এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৯.৩.১ এ "Provision for other Assets" বাবদ ১৯,১০,৩০,০৫০ টাকা নোট-১৩.৫ এ "Provision for diminution in value of investment in share" বাবদ ৩৪,৩০,০০,৭৩১ টাকা, নোট-১৩.৮ এ "Provision for good borrower" বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা, নোট-১৩.৯ এ "Provision for climate risk fund" বাবদ ১০,০০,০০০ টাকা, নোট-৩৮ এ "Provision for investment" বাবদ ১৪৭,৬৫,৫৩,৭৪১ টাকা, নোট-৩৯ এ "Provision for Offshore Banking Units (OBU)" বাবদ (১,৫৫,৮১,৪৭০) টাকা এবং নোট-৪০ এ "Provision for off balance sheet exposures" বাবদ (২২,১৮,৩০১) টাকা সর্বমোট যোগ ও বিয়োজন করে (১৯,১০,৩০,০৫০ + ৩৪,৩০,০০,৭৩১ + ১০,০০,০০০ + ১০,০০,০০০ + ১৪৭,৬৫,৫৩,৭৪১- ১,৫৫,৮১,৪৭০ - ২২,১৮,৩০১) = ১৯৯,৪৭,৮৪,৭৫১ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১৯৯,৪৭,৮৪,৭৫১/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	৭৮৮,১৯,১১,৪২২/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৩৭.৫%) = (১৯৯,৪৭,৮৪,৭৫১ × ৩৭.৫%) =	৭৪,৮০,৪৪,২৮২/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২১৩,৫৬,৭৬,৪৮০/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	২৮৮,৩৭,২০,৭৬২/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	৭৪,৮০,৪৪,২৮২/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬

পরিশিষ্ট-০৬

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড
টিআইএন: ৬৮৬৭২৪৩৬৮৯৯৭
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৯৩,০২,৬৫,৪৫৪ টাকা (২) স্থায়ী সম্পদ বিক্রি হতে লাভ = ৬০,৬২৭ টাকা (৩) লভ্যাংশ হতে আয় = ৮,৬৯,৪৯,৬০০ টাকা (৪) অন্যান্য সূত্রের আয় = ১,৮৮,৪০,৯৭৩ টাকা	১০৩,৬১,১৬,৬৫৪/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ (Sample) ও প্রমোশনাল (Promotional) বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-২৯ এ Sample expenses বা বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ বাবদ ৯৯,৩৬,৫১২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে টার্নওভার ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এফ)(iv) ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫সি অনুযায়ী ফার্মাসিউটিকেল, খাদ্য, কসমেটিক্স ও প্রসাধনী ইন্ডাস্ট্রিজ ব্যতীত অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিজ এর ক্ষেত্রে ১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে টার্নওভার হলে সেক্ষেত্রে ০.১০% হারে ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকার (৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ × ০.১০%) = ৬৪,০৮,০০৫ টাকা Sample expenses বা বিনামূল্যে নমুনা-বিতরণ বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৯৯,৩৬,৫১২ - ৬৪,০৮,০০৫) = ৩৫,২৮,৫০৭ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৩৫,২৮,৫০৭/-
(গ)	অডিট রিপোর্টের নোট-২৯ এ Business Promotion বাবদ ৩,৬৪,১০,৩০৫ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে টার্নওভার ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) অনুযায়ী ব্যবসায়ের টার্নওভারের শূন্য দশমিক পাঁচ (০.৫০%) হারে Promotional expense খাতে অনুমোদনযোগ্য খরচের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আলোচ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ের টার্নওভারের ৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ টাকার (০.৫০%) হারে (৬৪০,৮০,০৪,৮২৭ × ০.৫০%) = ৩,২০,৪০,০২৪ টাকা Business Promotion বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৩,৬৪,১০,৩০৫ - ৩,২০,৪০,০২৪) = ৪৩,৭০,২৮১ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৪৩,৭০,২৮১/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ + গ) =	১০৪,৪০,১৫,৪৪২/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর {(খ + গ) × ২৫%} = (৭৮,৯৮,৭৮৮ × ২৫%) =	১৯,৭৪,৬৯৭/-
(চ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৫,৪৬,৭৫,৬২১/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ + চ) =	২৫,৬৬,৫০,৩১৮/-
(জ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ - চ) =	১৯,৭৪,৬৯৭/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ২৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এফ)(iv), ধারা ৩০(পি) ও আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৬৫সি এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭

পরিশিষ্ট-০৭

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএকে সিরামিকস (বাংলাদেশ) লিমিটেড
টিআইএন: ৬৮৬৭২৪৩৬৮৯৯৭
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৯৩,০২,৬৫,৪৫৪ টাকা (২) স্থায়ী সম্পদ বিক্রি হতে লাভ = ৬০,৬২৭ টাকা (৩) লভ্যাংশ হতে আয় = ৮,৬৯,৪৯,৬০০ টাকা (৪) অন্যান্য সূত্রের আয় = ১,৮৮,৪০,৯৭৩ টাকা	১০৩,৬১,১৬,৬৫৪/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-২৬ (রেফার নোট-১০) এ "Provision for Slow Moving & Obsolete Inventories" বাবদ ৩,৭১,৯১,৪৮০ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৩,৭১,৯১,৪৮০/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	১০৭,৩৩,০৮,১৩৪/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ২৫%) = (৩,৭১,৯১,৪৮০ × ২৫%) =	৯২,৯৭,৮৭০/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৫,৪৬,৭৫,৬২১/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	২৬,৩৯,৭৩,৪৯১/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	৯২,৯৭,৮৭০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ২৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
টিআইএন: ৩৯৫৪৭৮২৬৬২২৩
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট লস: (১) ব্যবসা হতে মোট লস = ৩৩২,৮৩,৫৭,৯৫১ টাকা	(৩৩২,৮৩,৫৭,৯৫১)
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন শীট অব ইনকাম/লস এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড কনসোলিডেটেড এন্ড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-৩৮ এ "Provision for loans & advances" বাবদ ৪৫৭,৮৩,৭৩,৯৭৩ টাকা, নোট-৩৯.১ এ "Other Provision" বাবদ ১৬৬,৩১,২২,৭৯২ টাকা এবং নোট-৩৯ এ "Provision for diminution in value of investments" বাবদ (১১৫,৪২,৯৭,৫৩১) টাকা সর্বমোট যোগ ও বিয়োজন করে (৪৫৭,৮৩,৭৩,৯৭৩ + ১৬৬,৩১,২২,৭৯২ - ১১৫,৪২,৯৭,৫৩১) = ৫০৮,৭১,৯৯,২৩৪ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৫০৮,৭১,৯৯,২৩৪/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (খ) =	৫০৮,৭১,৯৯,২৩৪/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ x ৪০%) = (৫০৮,৭১,৯৯,২৩৪ x ৪০%) =	২০৩,৪৮,৭৯,৬৯৪/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৩২,৩২,১০,৯৩৯/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	২৩৫,৮০,৯০,৬৩৩/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	২০৩,৪৮,৭৯,৬৯৪/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড
টিআইএন: ৪৬০৮৭১৬১৪১১০
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে লস = (৩৯,৩৪,১৮,০৮৮) টাকা (২) অন্যান্য সূত্র হতে আয় = ৪৫,১৯,৮৮,০০৭ টাকা	৫,৮৫,৬৯,৯১৯/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব ট্যাক্স এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড কনসোলিডেটেড এন্ড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-৩১ এ "Provision for loans & advances" বাবদ ৩,৪০,০০,০০০ টাকা এবং "Other Provision" বাবদ ২১,৬৫,০০,০০০ সর্বমোট (৩,৪০,০০,০০০ + ২১,৬৫,০০,০০০) = ২৫,০৫,০০,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	২৫,০৫,০০,০০০/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	৩০,৯০,৬৯,৯১৯/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৪০%) = (২৫,০৫,০০,০০০ × ৪০%) =	১০,০২,০০,০০০/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১১,৪৮,৪৬,৮৫০/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	২১,৫০,৪৬,৮৫০/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	১০,০২,০০,০০০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

পরিশিষ্ট-১০

প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রামীণ ফোন লিমিটেড
টিআইএন: ১৪৮৪৮৩৫৭৫১৯১
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৬৬৫০,০৫,০৩,৯৬৫ টাকা	৬৬৫০,০৫,০৩,৯৬৫/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব ট্যাক্সেবল ইনকাম এন্ড ইনকাম ট্যাক্স লায়াবিলিটি, এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২১.১ এ Asset Retirement Obligations (ARO) খাতে চলতিবর্ষে ৮১,১৬,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয় কিন্তু এর বিপরীতে উক্ত খাতে কোন অর্থ পরিশোধ করা হয়নি । উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৮১,১৬,০০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩০ এ Sales, Marketing & Commissions খাতে Commissions বাবদ ১১৭৭,৫৬,৬২,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স বোনাস বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য যে কোন পরিশোধ প্রদানকালে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ১১৭,৭৫,৬৬,২০০ টাকা। কর নথির সমর্থনে ৩৪টি চালানে কর্তন ও জমা হয়েছে ১১৬,২৩,০২,০৭৪ টাকা। উৎসে কর কম কর্তন করা হয়েছে (১১৭,৭৫,৬৬,২০০ - ১১৬,২৩,০২,০৭৪) = ১,৫২,৬৪,১২৬ টাকা, যা আনুপাতিক হারে হয় (১,৫২,৬৪,১২৬ × ১০০ ÷ ১০) = ১৫,২৬,৪১,২৬০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১৫,২৬,৪১,২৬০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ + গ) =	৬৬৬৬,১২,৬১,২২৫/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর {(খ+গ) × ৪০%}= (১৬,০৭,৫৭,২৬০ × ৪০%) =	৬,৪৩,০২,৯০৪/-
(চ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	২৬৬০,০২,০১,৫৮৬/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ + চ) =	২৬৬৬,৪৫,০৪,৪৯০/-
(জ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ - চ) =	৬,৪৩,০২,৯০৪/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা৩০(এএ), ধারা ৫৩ই(১) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেড
টিআইএন: ৩৮৬০৩৮৭০১৯০৪
আয়বর্ষ: ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০১/২০২১ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট লস: (১) ব্যবসা হতে লস = (৭৫১২,২৮,৯০,৪১০) টাকা (২) গৃহ সম্পত্তি (ভাড়া) হতে আয়= ৩,৯৩,২২,০৯৭ টাকা	(৭৫১২,২৮,৯০,৪১০) ৩,৯৩,২২,০৯৭
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এলং উইথ অডিটেড কনসোলিডেটেড এন্ড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-২৯.১ এ Staff Bonus (Incentive) বাবদ ১,৪৭,২৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট লস/ক্ষতি (৫১,৪৩,৬৫,৮৩০) টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার ১০% হারে Incentive bonus হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে ব্যবসা বা পেশায় লস/ক্ষতি হওয়ায় ইনসেনটিভ (Incentive) বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ ১,৪৭,২৫,০০০ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১,৪৭,২৫,০০০/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (খ) =	১,৪৭,২৫,০০০/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৩২.৫%) = (১,৪৭,২৫,০০০ × ৩২.৫%) =	৪৭,৮৫,৬২৫/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (মিনিমাম) =	৩০,১০,৩০,৩১০/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	৩০,৫৮,১৫,৯৩৫/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	৪৭,৮৫,৬২৫/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩২.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

পরিশিষ্ট-১২

প্রতিষ্ঠানের নাম: সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
টিআইএন: ৪৯২১৩২৮১৭১১৪
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ৩০/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ২৭,৩৪,৬৪,০৪৭ টাকা (২) শেয়ার বিক্রয় হতে আয় = ৭২,৬৫,৭৯৬ টাকা	২৮,০৭,২৯,৮৪৩/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত স্টেটমেন্ট অব প্রফিট এন্ড ট্যাক্স ক্যালকুলেশন, এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে । এ্যানুয়াল রিপোর্টের Other Expenses খাতে Provision for Doubtful Debt বাবদ ৬০,০০,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশন বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৬০,০০,০০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের Expenses of Management খাতে Fees, Subscription and Donation বাবদ ১১,৫৬,২৭৬ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী অনুদান বাবদ কোন খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১১,৫৬,২৭৬/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের Expenses of Management খাতে Commission to Insurance Agents বাবদ ২১,৩৮,০৬,৩৭৭ টাকা এবং Allowances and Commission বাবদ ১৮,৬৫,৬০,৩৬৬ টাকা সর্বমোট (২১,৩৮,০৬,৩৭৭ + ১৮,৬৫,৬০,৩৬৬) = ৪০,০৩,৬৬,৭৪৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩(জি) অনুযায়ী বীমার পলিসি চালু রাখা, নবায়ন বা পুনঃজীবিতকরণসহ বীমা ব্যবসার প্রকিউরিং অথবা সলিসিটিং এর জন্য নিবাসী কোন ব্যক্তিকে কমিশনের মাধ্যমে অথবা কোনভাবে পারিতোষিক অথবা পুরস্কার হিসাবে কোন অর্থ পরিশোধ প্রদানকালে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থের উপর ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ২,০০,১৮,৩৩৭ টাকা। আলোচ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৪০,০৩,৬৬,৭৪৩/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ + গ + ঘ) =	৬৮,৮২,৫২,৮৬২/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর {(খ+গ+ঘ)×৩৭.৫%} = (৪০,৭৫,২৩,০১৯ × ৩৭.৫%) =	১৫,২৮,২১,১৩২/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১০,৩২,৭৫,৫৯১ /-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ + ছ) =	২৫,৬০,৯৬,৭২৩/-
(ঝ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ - ছ) =	১৫,২৮,২১,১৩২/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ) এবং ধারা ৫৩(জি) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৩

পরিশিষ্ট-১৩

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
টিআইএন: ৮৮৫৩৪৪৩৯৯১২২
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/১১/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ১০,৬৬,৪১,৬৩৭ টাকা (২) মূলধনী আয় = ১,০৭,৬৮,১৩৯ টাকা (৩) অন্যান্য উৎস হতে আয় = ১,২০,২৩,০০৩ টাকা	১২,৯৪,৩২,৭৭৯/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-২৫ এ Incentive Bonus বাবদ ১,৪২,৫৩,৭৩৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত মুনাফা ৭,৬৩,১১,৮৯১ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার ১০% হারে ৭৬,৩১,১৮৯ টাকা Incentive bonus হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (১,৪২,৫৩,৭৩৮ - ৭৬,৩১,১৮৯) = ৬৬,২২,৫৪৯ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৬৬,২২,৫৪৯/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	১৩,৬০,৫৫,৩২৮/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৪০%) = (৬৬,২২,৫৪৯ × ৪০%) =	২৬,৪৯,০২০/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৪,৫০,৬১,২৫৫/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	৪,৭৭,১০,২৭৫/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	২৬,৪৯,০২০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৪

পরিশিষ্ট-১৪

প্রতিষ্ঠানের নাম: ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
টিআইএন: ৩৫৭৭৭৭৩২৮৫৪৮
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় =৩৭১,৬০,৮৩,৫০৮ টাকা (২) লভ্যাংশ হতে আয় = ২,৫৭,৮২,১৪৬ টাকা	৩৭৪,১৮,৬৫,৬৫৪/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি, এ্যানুয়াল রিপোর্ট ২০১৯ এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৩.২ এ "Provision for investment including off balance sheet items" সর্বমোট ১৮৮,৭৫,৮০,৮৫৭ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে উক্ত প্রভিশনের মধ্যে নোট ১৩.৩.৩ এর "Provision for off balance sheet exposure" বাবদ ৭,৩৭,৭২,১৭০ টাকা এবং নোট ১৩.৩.২ এর General Provision বাবদ ৪৫,০৩,৬৭,২২৯ টাকা আয়ের সাথে যোগ করে আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রভিশন (১৮৮,৭৫,৮০,৮৫৭ - ৭,৩৭,৭২,১৭০ - ৪৫,০৩,৬৭,২২৯) = ১৩৬,৩৪,৪১,৪৫৮ টাকা যা নোট ১৩.৩.১ এ Specific Provision বাবদ আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১৩৬,৩৪,৪১,৪৫৮/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩৮ এ Business Developement বাবদ ৮,৫৭,৮৭,১৬৮ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে । আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(২) অনুযায়ী কোন কোম্পানী উক্ত কোম্পানীর পণ্য বিতরণ বা বিপণনের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে উক্ত কোম্পানী বা এর পণ্যের উন্নয়নের জন্য কোন পরিশোধ করে থাকে সেক্ষেত্রে ঐ কোম্পানী ঐরূপ কোন পরিশোধের উপর ১.৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে কোম্পানী বা ব্যবসা উন্নয়নের উপর উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৮,৫৭,৮৭,১৬৮/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ + গ) =	৫১৯,১০,৯৪,২৮০/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর {(খ+গ) x ৩৭.৫%} = (১৪৪,৯২,২৮,৬২৬ x ৩৭.৫%) =	৫৪,৩৪,৬০,৭৩৫/-
(চ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১৩৯,৮৬,৮৭,৭৪৫/-
(ছ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঙ + চ) =	১৯৪,২১,৪৮,৪৮০/-
(জ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ছ - চ) =	৫৪,৩৪,৬০,৭৩৫/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৩৭.৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ) এবং ধারা ৫৩ই(২) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্মসংস্থান ব্যাংক
টিআইএন: ৪১০৫৫৪৩৭৩৮৫৫
আয়বর্ষ: ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০১/২০২১ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩০,৯৯,৩৮,৯৯৮ টাকা	৩০,৯৯,৩৮,৯৯৮/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্ন এবং দাখিলকৃত অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত ইনসেনটিভ (Incentive) বোনাস বাবদ খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-২৩ এ Incentive Bonus বাবদ ৪,৯৪,৯৪,৬৪২ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত মুনাফা ৩০,৯৯,৩৮,৯৯৮ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত নেট মুনাফার ১০% হারে ৩,০৯,৯৩,৮৯৯ টাকা Incentive bonus হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত (৪,৯৪,৯৪,৬৪২ - ৩,০৯,৯৩,৮৯৯) = ১,৮৫,০০,৭৪৩ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১,৮৫,০০,৭৪৩/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	৩২,৮৪,৩৯,৭৪১/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৪০%) = (১,৮৫,০০,৭৪৩ × ৪০%) =	৭৪,০০,২৯৭/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১২,৩৯,৭৫,৫৯৯/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	১৩,১৩,৭৫,৮৯৬/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	৭৪,০০,২৯৭/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(জে) এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৬

পরিশিষ্ট-১৬

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্মসংস্থান ব্যাংক

টিআইএন: ৪১০৫৫৪৩৭৩৮৫৫

আয়বর্ষ: ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি.

করবর্ষ: ২০২০-২০২১

পর্যায়: কোম্পানি

ধারা: ৮২ বিবি

রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৪/০১/২০২১ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ৩০,৯৯,৩৮,৯৯৮ টাকা	৩০,৯৯,৩৮,৯৯৮/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্ন এবং দাখিলকৃত অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-৩৩ এ "Provision for Loans and Advances" বাবদ ৫,৮৩,৭১,৪৫৮ টাকা প্রভিশন করা হয়। উক্ত টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৫,৮৩,৭১,৪৫৮/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	৩৬,৮৩,১০,৪৫৬/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ৪০%) = (৫,৮৩,৭১,৪৫৮ × ৪০%) =	২,৩৩,৪৮,৫৮৩/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	১২,৩৯,৭৫,৫৯৯/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	১৪,৭৩,২৪,১৮২/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	২,৩৩,৪৮,৫৮৩/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪০% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৭

পরিশিষ্ট-১৭

প্রতিষ্ঠানের নাম: লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড
টিআইএন: ৭৯৮৩৫৯৪৩৩৬২৭
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ৩০/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ২১৩,৯৯,৫১,৯৭৪ টাকা (২) অন্যান্য উৎস হতে আয় = ৮৭,৩৯,০০০ টাকা	২১৪,৮৬,৯০,৯৭৪/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ক্যালকুলেশন অব ট্যাক্স লায়াবিলিটি, অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯, সংযুক্ত এনেক্সার (Annexure) এবং চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদন সীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ (Promotional Expense) প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-২৩ এ Advertisement & Promotion বাবদ সর্বমোট ১২,৬৩,১৭,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত Annexure "j" তে ট্যাক্স ডিডাকশন এ্যাট সোর্স Advertisement খাতে উৎসে কর কর্তন ১৪,৭২৬ টাকা। Advertisement খাতে ৪% হারে উৎসে কর কর্তনের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে নীট খরচ হয় {(১৪,৭২৬ × ১০০) ÷ ৪} = ৩,৬৮,১৫০ টাকা। Advertisement খাতে ৩,৬৮,১৫০ টাকা নীট খরচের সাথে ১৫% ভ্যাট যোগ করলে Advertisement বাবদ খরচ হয় {(৩,৬৮,১৫০ + (৩,৬৮,১৫০ × ১৫%)} = ৪,২৩,৩৭২ টাকা। Advertisement & Promotion বাবদ সর্বমোট ১২,৬৩,১৭,০০০ খরচ এর মধ্যে Advertisement বাবদ খরচ ৪,২৩,৩৭২ টাকা বিয়োজন করে (১২,৬৩,১৭,০০০ - ৪,২৩,৩৭২) = ১২,৫৮,৯৩,৬২৮ টাকা Promotion বাবদ খরচ হিসেবে বিবেচিত। দাখিলকৃত অডিট রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে ব্যবসায়ের টার্নওভার ১১৯০,৮৬,৩১,০০০ টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে ঘোষিত ব্যবসায়ের টার্নওভার (১১৯০,৮৬,৩১,০০০ টাকা) এর ০.৫০% হারে ৫,৯৫,৪৩,১৫৫ টাকা Promotional Expense হিসেবে অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত প্রমোশনাল খরচ / Promotional Expense (১২,৫৮,৯৩,৬২৮ - ৫,৯৫,৪৩,১৫৫) = ৬,৬৩,৫০,৪৭৩ টাকা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৬,৬৩,৫০,৪৭৩/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	২২১,৫০,৪১,৪৪৭/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ২৫%) = (৬,৬৩,৫০,৪৭৩ × ২৫%) =	১,৬৫,৮৭,৬১৮/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৫৩,৭১,৭২,৭৪৩/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	৫৫,৩৭,৬০,৩৬১/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	১,৬৫,৮৭,৬১৮/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ২৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(পি) এর লঙ্ঘন।

পরিশিষ্ট-১৮

প্রতিষ্ঠানের নাম: লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড
টিআইএন: ৭৯৮৩৫৯৪৩৩৬২৭
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ৩০/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = ২১৩,৯৯,৫১,৯৭৪ টাকা (২) অন্যান্য উৎস হতে আয় = ৮৭,৩৯,০০০ টাকা	২১৪,৮৬,৯০,৯৭৪/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ক্যালকুলেশন অব ট্যাক্স লায়াবিলিটি এবং অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড অডিটেড সেপারেট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এক্সচেঞ্জ লস বাবদ অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-২৫ এ Exchange loss (এক্সচেঞ্জ লস) বাবদ ১,৭৭,১৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের খরচ হিসাবের ক্ষেত্রে বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং উহা অব্যবসায়িক খরচ বিধায় উক্ত খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে গণ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১,৭৭,১৫,০০০/-
(গ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ) =	২১৬,৬৪,০৫,৯৭৪/-
(ঘ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর (খ × ২৫%) = (১,৭৭,১৫,০০০ × ২৫%) =	৪৪,২৮,৭৫০/-
(ঙ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৫৩,৭১,৭২,৭৪৩/-
(চ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ঘ + ঙ) =	৫৪,১৬,০১,৪৯৩/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (চ - ঙ) =	৪৪,২৮,৭৫০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ২৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ এর লঙ্ঘন।

অনুচ্ছেদ নম্বর-১৯

পরিশিষ্ট-১৯

প্রতিষ্ঠানের নাম: রবি আজিয়াটা লিমিটেড
টিআইএন: ৬৩৫১৪৪২৮৭৯৭৯
আয়বর্ষ: ০১/০১/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০১৯ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/০৯/২০২০ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়: (১) ব্যবসা হতে আয় = - (২) অন্যান্য সূত্রের আয়= ৬০,৪১,৬৫,২৩৫ টাকা	৬০,৪১,৬৫,২৩৫/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি, রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ২০১৯ ও চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-১৭ এ Asset Retirement Obligations (ARO) খাতে চলতিবর্ষে ৪,৪৩,৪২,০০০ টাকা প্রভিশন করা হয় কিন্তু এর বিপরীতে উক্ত খাতে ৩,৪৫,২২,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। অতিরিক্ত (৪,৪৩,৪২,০০০ - ৩,৪৫,২২,০০০) = ৯৮,২০,০০০ টাকা ভবিষ্যতে পরিশোধের আশায় অতিরিক্ত প্রভিশন করা হয় এবং আয়কর দায় নির্ধারণকালে আয়ের সাথে যোগ না করেই আয়কর নির্ধারণ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী এ ধরনের প্রভিশনকৃত খরচ বিয়োজন অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতরাং প্রভিশনকৃত উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৯৮,২০,০০০/-
(গ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩১ এ Selling and distribution expenses খাতে Dealers Commissions বাবদ ৭৮৯,৫৩,২৬,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স বোনাস বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা বা অনুরুপ প্রকৃতির অন্য যে কোন পরিশোধ প্রদানকালে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য ৭৮,৯৫,৩২,৬০০ টাকা। আলোচ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৭৮৯,৫৩,২৬,০০০/-
(ঘ)	এ্যানুয়াল রিপোর্টের নোট-৩২ এ Security guard বাবদ ২১,০৫,৩৫,০০০ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী সিকিউরিটি ও ক্লিনিং সেবার গ্রস বিল ভিত্তিমূল্যের উপর ২% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	২১,০৫,৩৫,০০০/-
(ঙ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (ক + খ + গ + ঘ) =	৮৭১,৯৮,৪৬,২৩৫/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর {(খ+গ+ঘ)×৪৫%}= (৮১১,৫৬,৮১,০০০ × ৪৫%) =	৩৬৫,২০,৫৬,৪৫০/-
(ছ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর (মিনিমাম) =	১৫০,৯৮,৮৩,৬১৫/-
(জ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (চ + ছ) =	৫১৬,১৯,৪০,০৬৫/-
(ঝ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (জ - ছ) =	৩৬৫,২০,৫৬,৪৫০/-

ব্যাখ্যা: আয়কর পরিপত্র ২০২০-২০২১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ৪৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ২৯, ধারা ৩০(এএ), ধারা ৫২(এএ) এবং ধারা ৫৩ই (১) এর লঙ্ঘন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: একে খান পেন ফেব্রিক কোং লিঃ
টিআইএন: ৮৬৪১৮৮১৮৭১৯০
আয়বর্ষ: ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রি.
করবর্ষ: ২০২০-২০২১
পর্যায়: কোম্পানি
ধারা: ৮২ বিবি
রিটার্ন প্রাপ্তির তারিখ: ১৫/০৩/২০২১ খ্রি.

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
১	২	৩
(ক)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রিটার্নে প্রদর্শিত মোট লস: (১) ব্যবসা হতে আয় (লস) = (৪,৯৫,০২,৯১৬) টাকা (২) অন্যান্য সূত্র হতে আয় = ৮,৩০,৯৪১ টাকা	(৪,৮৬,৭১,৯৭৫)/-
(খ)	নিরীক্ষাকালে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়কর রিটার্নের সাথে দাখিলকৃত কম্পিউটেশন অব টোটাল ইনকাম এন্ড ট্যাক্স লায়াবিলিটি, ইনডিপেনডেন্ট অডিটর'স রিপোর্ট এন্ড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস ৩০ জুন ২০২০ সমাপ্ত বছরের ও চালানপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত দাবীকৃত রয়্যালটি (Royalty) এবং অন্যান্য অননুমোদনযোগ্য খরচ প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে যোগ না করে আয়কর কম নির্ধারণ করা হয়েছে। অডিট রিপোর্টের নোট-৮ এ Annual Royalty বাবদ ৪২,০২,২৬৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়। দাখিলকৃত এ্যানুয়াল রিপোর্টের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নেট লস (৬,৪৬,২২,৮২০) টাকা। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এইচ) অনুযায়ী হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নেট মুনাফার শতকরা ৮% (আট শতাংশ) টাকা Royalty হিসেবে পরিশোধ অনুমোদনযোগ্য। করদাতা প্রতিষ্ঠান এর হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত মুনাফার পরিবর্তে লস হওয়ায় Royalty বাবদ খরচ অনুমোদনযোগ্য নয়। সুতারাং Annual Royalty বাবদ ৪২,০২,২৬৩ টাকা অনুমোদনসীমার অতিরিক্ত খরচ হিসেবে প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৪২,০২,২৬৩/-
(গ)	অডিট রিপোর্টের নোট-৬ এ Carriage Inward ও নোট-৮ এ Carriage outward বাবদ সর্বমোট (২২,৯৮,০২২ + ৩২,৪৩,৪২৭) = ৫৫,৪১,৪৪৯ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এএ) অনুযায়ী পরিবহন সেবার ভিত্তিমূল্যের উপর ৪% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৫৫,৪১,৪৪৯/-
(ঘ)	অডিট রিপোর্টের নোট-৬ এ Repair & Maintenance বাবদ ১,৫১,৪৭,৩৭৩ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ অনুযায়ী চুক্তি, দ্রব্যাদি সরবরাহ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ বা রূপান্তর এবং প্রিন্টিং, প্যাকেজিং বা বাইন্ডিং কাজের ক্ষেত্রে উক্ত খরচের ভিত্তি অংকের পরিমাণ অনুযায়ী ৫% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	১,৫১,৪৭,৩৭৩/-

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
(ঙ)	অডিট রিপোর্টের নোট-৮ এ Sales Commission বাবদ ৩,৩৬,১৮,১০৪ টাকা খরচ দাবি করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫৩ই(১) অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে পণ্য বিতরণ বা বিপণন বাবদ কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইনসেন্টিভ বা পারফরমেন্স বোনাস বা পারফরমেন্স সংক্রান্ত প্রণোদনা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য যে কোন পরিশোধ প্রদানকালে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থের উপর ১০% হারে উৎসে কর কর্তনযোগ্য। আলোচ্যক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের কোনো প্রমাণক নিরীক্ষায় না পাওয়ায় আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ) মোতাবেক উক্ত খরচ অননুমোদনযোগ্য খরচ, যা প্রতিষ্ঠানের আয়ের সাথে যোগ করে মোট আয় নিরূপণযোগ্য।	৩,৩৬,১৮,১০৪/-
(চ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয় (খ + গ + ঘ + ঙ) =	৫,৮৫,০৯,১৮৯/-
(ছ)	অডিট কর্তৃক নিরূপিত মোট আয়কর {(খ+গ+ঘ+ঙ)×১৫%} = (৫,৮৫,০৯,১৮৯ × ১৫%) =	৮৭,৭৬,৩৭৮/-
(জ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরূপিত আয়কর =	৫৫,১৭,৩১৩/-
(ঝ)	মোট আদায়যোগ্য আয়কর (ছ + জ) =	১,৪২,৯৩,৬৯১/-
(ঞ)	করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কম নিরূপিত আয়কর (ঝ - জ) =	৮৭,৭৬,৩৭৮/-

ব্যাখ্যা: এস, আর, ও নং ১৯৩-আইন/আয়কর/২০১৫, ৩০ জুন, ২০১৫ খ্রি. (সর্বশেষ এস, আর, ও নং ২১৮-আইন/আয়কর/ ২০১৯, ২৩ জুন, ২০১৯ খ্রি.) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা হতে আয়ের উপর ১৫% হারে আয়কর ধরা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ: আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৩০(এএ), ধারা ৩০(এইচ), ধারা ৫২, ধারা ৫২(এএ), ধারা ৫৩ই(১) এবং আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ১৬ এর লঙ্ঘন।

মোঃ বদিউজ্জামান
মহাপরিচালক
রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

তারিখ: ০৪।০৮।১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৯।১১।২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিজি প্রেস ২০২২-২৩/৫৫৮৯ (কমঃএ ১০)—৬৬৫ বই, ২০২৩।